Paper = 402, P.G:- 4th sem
Ranjan Behera
page-①

নেতা হিসাবে বিদ্যালয় প্রধানের শৈলী (Leadership Style) ঃ

বিদ্যালয় প্রধান নেতা হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগঠনের সাফল্য প্রধান শিক্ষকের/শিক্ষয়িত্রীর নেতা হিসাবে ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয় প্রধান নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার চেস্টা করেন। নেতা হিসাবে তিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদন করেন।

ক্ষমতার ভিত্তি ও আচরণের পদ্ধতির দিক বিবেচনা করে নেতৃত্বকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। এক একটি ভাগকে এক একটি ধরন বা শৈলী (Style) বলে। সাধারণত নেতৃত্বের শৈলী নির্ধারণ করা হয় নেতৃত্বের প্রকৃতি ও ব্যাপকতার ভিত্তিতে। নেতৃত্বের শৈলীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Autocratic Leadership) ঃ

এই ধরনের নেতৃত্বে বিদ্যালয় প্রধান তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বলে আদেশ দেন এবং তিনি চান যে অন্য সবাই তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করবে। অধীনস্থ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না। তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তিনি তা তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেন। এই ধরনের নেতৃত্ব থেকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন—

(1) সংগঠনের যেসব ব্যক্তি অন্যের নেতৃত্বে কাজ করতে চায় তারা এই ধরনের নেতৃত্বে উপকৃত হয়।

(2) এক ব্যক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে এর মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(3) নির্দেশের একতা (Unity in command) বজায় থাকে।

(4) নেতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুগামীদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় বলে এতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

(5) এরূপ নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুবই ফলপ্রসূ (Effective control) হয়।

স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের কিছু সুবিধা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু সমস্যা বা অসুবিধা সৃষ্টি করে। যেমন—

(i) স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয় বলে এই ধরনের নেতৃত্ব কর্মীরা পছন্দ করেন না।

(ii) এই ধরনের নেতৃত্ব কর্মীগণ অনুপ্রাণিত হন না।

(iii) কর্মীদের নেতৃত্বের ওপর বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল হতে হয়।

page = 2

(iv) এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে অনেকক্ষেত্রে এতে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(v) এরূপ নেতৃত্বে নেতা অনুগামীদের নিকট কর্তৃত্ব অর্পণ করতে আগ্রহী থাকেন না।

(খ) আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Bureaucratic Leadership) ঃ

আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বে বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের নির্দেশ দেন এবং নিয়মকানুন অনুযায়ী তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। এই ধরনের নেতৃত্বে কর্মীদের সৃজনশীলতার কোনো মূল্য দেওয়া হয় না। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণত এই ধরনের নেতৃত্ব দেখা যায়।

(গ) গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব (Democratic or Participative Leadership) ঃ

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁদের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করেন। কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ হয় এই ধরনের নেতৃত্বে। এতে বিদ্যালয় প্রধান ও অন্য সকল সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সুবিধাসমূহ ঃ

(i) বিদ্যালয়ে এই ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে সকল কর্মীদের উৎপাদিকা শক্তি (Increase in Productivity) বাড়ে। কারণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সবাই অংশগ্রহণ করে বলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করে।

(ii) প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা উচ্চস্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয় এবং নেতৃত্বের স্বার্থ রক্ষা করে।

(iii) কর্মীদের মধ্যে মনোবল ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা আনতে সহায়তা করে।

(iv) কর্মীদের আত্ম-নির্দেশিত হয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

(v) কর্মীদের সুপারিশ গৃহীত হয় বলে তারা বেশি করে কাজে উৎসাহিত হন।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা ঃ

(i) সংগঠনের অনেকেই ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে চায় না।

(ii) অন্যের দ্বারা নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত না হলে অধিকাংশ কর্মী কাজ করতে চায় না।

Page-3

(iii) অনেক ক্ষেত্রে সদস্যরা দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করেন।

(iv) কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। কারণ সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়।

(ঘ) অবাধ ও উদার নেতৃত্ব (Laissez faire or Free-Rein Leadership) ঃ

অবাধ ও উদার নেতৃত্বে বিদ্যালয় প্রধান তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কদাচিৎ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তিনি বিদ্যালয়ের সকল সদস্যদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজ দুই-ই তিনি তাঁর অধস্তন সকল সদস্যদের হাতে ছেড়ে দেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁদের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। এ ধরনের নেতৃত্বে মনে করা হয়, কর্মীদের যত বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হবে ততই তাঁরা কাজে বেশি উৎসাহিত হবেন এবং নেতা ও কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

অবাধ নেতৃত্বের সুবিধা ঃ

(i) কাজে সন্তুষ্টি আসে এবং কর্মীরা আগ্রহী হয়।

(ii) অনুগামীরা স্বেচ্ছায় কাজে ব্রতী হয় বলে এরূপ নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের কর্মীদের কাছ থেকে সর্বাধিক কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(iii) এরূপ নেতৃত্বে সুসম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়।

অবাধ নেতৃত্বের অসুবিধা ঃ

(i) সমন্বয় ও সংহতির অভাব দেখা দেয়।

(ii) দলীয় মনোভাব ও একতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

(iii) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।